অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (৪) ধারা মোতাবেক

## নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ঃ বিজ্ঞ ২য় যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত, গাজীপুর।

**অর্থজারী মোকদ্দমা নং-১০/২০২৩**

**বেসিক ব্যাংক লিমিটেড,** গুলশান শাখা, ঢাকা।

**.....ডিক্রীদার**

**বনাম**

১) **নিউকার পোর্ট,** স্বত্ত্বাধিকারী: মো: সাকিব হোসেন, ঠিকানা: বাড়ী নং-৩০, রোড নং-০২, সেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

২) **মো: সাকিব হোসেন,** পিতা-মরহুম মদন হাওলাদার, ঠিকানা: বাড়ী নং-৩০, রোড নং- ০২, সেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ এবং গ্রাম: চর জানাজাত, ডাকঘর- মাধবচর, থানা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর।

**.....দায়িকগণ**

এতদ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য ১০/১০/২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত **৮,৭৮,৩১,৪৫০.৪৬/- (আট কোটি আটাত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা)** মাত্র আদায়ের নিমিত্তে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদেরকে অস্ত্র বিজ্ঞপ্তি সহ তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় আমানতের বিবরণ লিখিয়া সহি স্বাক্ষরিত সীল মোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। **আগামী ১০/০৩/২০২৪ ইং** তারিখে বেলা ২.০০ ঘটিকার মধ্যে নিলাম ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রত্যেক দর দাতাকে জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অথবা অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দিবসে উপস্থিত দর দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হইবে। সর্বোচ্চ দর গ্রহণের বিষয়টি আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে।

**নিলামের শর্তাবলী**

১। **আগামী ১০/০৩/২০২৪ইং** তারিখে বেলা ২.০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অত্র আদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহনের বাক্সে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে।

২। নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিলাম দরপত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখে সিল মোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর "সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র লিখে দাখিল করতে হবে।

৩। নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৪। প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমান টাকা জামানত স্বরূপ বিজ্ঞ ২য় যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত, গাজীপুর, এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফট বা পেমেন্ট অর্ডার বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৫। দরদাতার অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৬। দরদাতাগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) এর সম্মুখে ঐ একই দিন **অর্থাৎ ১০/০৩/২০২৪ইং** তারিখ বিকেল ২.০০ ঘটিকায় দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

৭। দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ক্রটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮। তফসিল সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রীদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাইবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরদাতাকে বহন করতে হবে।

৯। উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং-৫ এর অধীনে প্রথম দরপত্র দাতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ আদালত ডিক্রীদারকে প্রদান পূর্বক ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করিবে এবং আদালত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দর দাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, আদালত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৩(৩) অনুযায়ী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহবান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উক্ত আইনের উপ-ধারা ২(খ) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীরসহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।

১০। দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তির গুণ, মান, পরিমাণ ও অবস্থা সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১। দরপত্র গৃহীত না হইলে জামানতের টাকা যথা সময়ে ফেরত দেওয়া হইবে।

১২। কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

১৩। সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য কর ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

১৪। আইনের বিধানমতে ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৫। নিলামে অংশ গ্রহনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

**"তফসিল-ক"**

জেলা-গাজীপুর, সাব-রেজিস্ট্রার-টঙ্গী ও থানা-গাজীপুর সদর, মৌজা- মাজুখান, জে, এল নং-সি.এস-১৬৮, এস.এ- ১৬৮, আর. এস-৯৪, সি. এস খতিয়ান নং-৪৯, এস, এ খতিয়ান নং- ৭৬, আর, এস খতিয়ান নং- ৯৩, সি, এস ও এস, এ দাগ নং- ২৬২, আর, এস দাগ নং-৪৬৭, খারিজা খতিয়ান নং-৫০৯, জোত নং-২৬৮২, দাগ নং- এস, এ-২৬২, আর, এস- ৪৬৭, জমির পরিমান ৩৫ শতাংশ। যাহার চৌহদ্দিঃ উত্তরে- আনসার গং, দক্ষিনে- বেঙ্গু সিকদার গং, পূর্বে- তোফাজ্জল হোসেন এবং নাসির গং ও পশ্চিমে- তোফাজ্জল হোসেন।

**"তফসিল-খ"**

জেলা- ঢাকা, সাব-রেজিষ্ট্রার ও থানা সাবেক সাভার, হালে আশুলিয়া, মৌজা- দিয়াখালী, জে.এল নং-সি. এস ও এস. এ- ৫৬০, আর. এস- ৭৪, সি. এস খতিয়ান নং- ২৫২, এস, এ খতিয়ান নং- ৩৯০, আর, এস খতিয়ান নং- ৩৫৬, সি, এস ও এস, এ দাগ নং- ৯৬০ ও ১১৪৮, আর, এস দাগ নং- ৩৬৫২ ও ৩৬৪৭, নামজারী খতিয়ান নং- ৮০৮, জোত নং- ৬৭৫৬, দাগ নং- ৩৬৫২, ৩৬৪৭, জমির পরিমান-৮৩ শতাংশ। যাহার চৌহদ্দিঃ উত্তরে- বশির উদ্দিন, দক্ষিনে- হীরা, পূর্বে- মোতালেব ও পশ্চিমে- রাস্তা।

**আদালতের আদেশক্রমে, সেরেস্তাদার, ২য় যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত, গাজীপুর।**

প্রকাশ:২৫.০১.২০২৪
দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ এবং ভোরের ডাক